# বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
# হাইকোর্ট বিভাগ
# (বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

**রীট পিটিশন নং ২৩০/২০১৭**

এস.এম আফজালুল হক

.....দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট মোঃ হুমায়ুন কবির

.....দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুনী, ডেপুটিএটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভেকোট সায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

.....রাষ্ট্রপক্ষে পক্ষে।

**উপস্থিতঃ**

**বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল**

**এবং**

**বিচারপতি রাজিক আল জলিল**

**শুনানীর তারিখ ঃ ০৭.১১.২০১৯ এবং**

**রায় প্রদানের তারিখ ঃ ২৫.১১.২০১৯।**

**বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ**

দরখাস্তকারী এস.এম আফজালুল হক কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(অ) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানোপূর্বক নিম্নোক্ত রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the office order dated 16.06.2016 contained in Memo No. ০৭(খু-৪৪৩)জাতীঃ বিঃ/কঃ/কোড-০২৩৯/২৬৮৫০ issued under the signature of the Inspector of College (In-Charge), National University, Gazipur (respondent No.3) nominating the respondent No.4 as the President of the Governing Body of Shyamnagor Atarjan Mohila College, Shyamnagor, Satkhira as the Member of Parliament (Annexure-B) should not be declared without lawful authority and is of no legal effect and further as to why they should not be directed to nomitate*

*someone as President of the Governing Body of Shyamnagor Atarjan Mohila College, Shyamnagor, Satkhira and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper."*

অত্র রুলটি নিস্পত্তিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

এম, এ রহিম রানা মোকদ্দমার (৩৬ ডিএসআর ৩৬৮) সিদ্ধান্তের পরিপন্থীভাবে ৩নং প্রতিপক্ষ বিগত ইংরেজী ১৬.০৬.২০১৬ তারিখের তর্কিত পত্রটি ইস্যু করায় দরখাস্তকারী সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র রীট পিটিশন দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

রীট পিটিশনারের পক্ষে এ্যাডভোকেট মোঃ হুমায়ুন কবীর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, ***এম, এ রহিম রানা মোকদ্দমায়*** এবং ***মোঃ আমির কুদরত-ই-ইলাহী খান মোকদ্দমার*** সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংসদ সদস্যগনের কোন বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি হিসাবে নিয়োগ/মনোনয়ন এর কোন সুযোগ বা অবকাশ নাই ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় **এম.এ. রহিম রানা বনাম বাংলাদেশ সরকার (৩৬ বি এল ডি)-৩৬৮)** মোকদ্দমায় প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের অভিমত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-,

*"The Members of Parliament, appointed as Chairman of the Governing Body of any Non-Government Educational Institutions in pursuance of regulation 5(1) and (2) of the Regulations are, hereby, also declared to have been appointed without lawful authority and be of no legal effect and invalid."*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মোঃ আমির খুদরত-ই-এলাহী খান বনাম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য (রীট পিটিশন নং- ১০৫১৯/২০১৭) মোকদ্দমায় প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের অভিমত নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-,

*"We have heard the learned Advocate for the petitioner and the learned Assisant Attorney General representing the respondents and perused the judgment and order as passed in Writ Petition No.2043 of 2013 along with other materials on record. It appears that in Writ Petition No. 2043 of 2013 their Lordships one of us being a party to that judgment which disposing of the matter set some directives and made the Rule absolute in part under certain terms and term No.9 runs as follows:-*

*9. The Members of Parliament, appointed as Chairman of the Governing Body of any Non-Government Educational Institutions in pursuance of regulation 5(1) and (2) of the Regulations are, hereby, also declared to have been appointed without lawful authority and be of no legal effect and invalid.*

*The view which has been taken in that writ petition is also applicable in the present writ petition, which has been taken by one of us in that writ petition being Writ Petition No.2043 of 2013. It appears that the Tangail Darul Ulum Kamil Madrasha, Tangail is an enlisted Madrasha, supervised by*

*the Islami Arbi University established under the Islami Arbi University Ain, 2013 and the management of any Madrasha enlisted is governed by ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভূক্ত সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স and more particularly the nomination of the Chairman of the Governing Body of any enlisted Madrsha is governed by the Rule ১.২ (i) of the প্রাথমিক পাঠদান ও অধিভূক্তি মাদ্রাসা সমূহের গভর্ণিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত নীতিমালা and the respondent No.3 Registrar vide memo dated 13.7.2017 nominated the respondent No.8, Md. Sanowar Hossain, Member of the Parliament as Chairman of the Governing Body of the Tangail Darul Ulum Kamil Madrasha, Tangail in violation of Rule ১.২ (i) of the প্রাথমিক পাঠদান ও অধিভূক্তি মাদ্রাসা সমূহের গভর্ণিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত নীতিমালা of the ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভূক্ত সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স and the memo dated 13.7.2017 issued by the respondent No.3, Registrar nominating the respondent No.8, Md. Sanowar Hossain, Member of Parliament as Chairman of the Governing Body of the Tangail Darul Ulum Kamil Madrasha, Tangail is in violation Rule ১.২ (i) of the প্রাথমিক পাঠদান ও অধিভূক্তি মাদ্রাসা সমূহের গভর্ণিং বডি ও এডহক কমিটি সংক্রান্ত নীতিমালা of the ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা অধিভূক্ত সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স and is against the principle or spirit as laid down in Writ Petition No.2043 of 2013 by one of us.*

*Considering the facts and circumstances of the case, we are of the view that the impugned memo issued by respondent No.3 nominating the respondent No.8, Md. Sanowar Hossain, Member of Parliament as Chairman of the Governing Body of the Tangail Darul Ulum Kamil Madrasha, Tangail is without lawful authority and is of no legal effect."*

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগে ***Civil Petition for Leave to Appeal No. 4190 of 2017*** দায়ের হয়। উক্ত Civil Petition For Leave To Appeal মোকদ্দমাটি বিগত ইংরেজী ২১-০১-২০১৮ তারিখে আপীল বিভাগে শুনানী অন্তে খারিজ করে আদেশ প্রদান করেন ***[২০১৯ (১)] ১৫ এএলআর (এডি)-১৯৭ তে প্রিন্সিপাল, টাঙ্গাইল দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা এবং অন্যান্য বনাম মোঃ আমির খুদরত-ই-এলাহী খান এবং অন্যান্য]*** যে;

*"The findings arrieved at and the decision made by the High Court Division having been based on proper appreciation of law and fact do not call for interference.*

*Accordingly, this civil petition for leave to appeal is dismissed."*

**মাওলানা মোঃ আবু হানিফ বনাম বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ৩ সিএলআর (এইচসিডি) (২০১৫)-৩২১** মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

*"The judgment was passed in Writ Petition No.2066 of 2010 on 20.05.2010 and was communicated to the Secreary, Ministry of Education and all other respondents incuding the Registrar, Madrasha Education Board, Dhaka in due course. It is presumed that the present respondent No.2 is well aware about the decision taken in the Writ*

*Petition No.2066 of 2010. We have categorically stated in that decision that the Local Member of Parliament does not have any business in nominating the Chairman of the Ad-hoc Committee, meaning thereby he has no business in forming the Ad-hoc Committee of the Madrasha also."*

**হুমায়ুন কবীর পাটোয়ারী বনাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এবং অন্যান্য, ৩২ বিএলডি (এইচসিডি) (২০১২)-১৩২** মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

*"The Local Member of Parliament being a public representative though can contribute with his opinion as to formulation of public policy in public affairs including the management of Non-Government Educational Institution and making law therefore but has no authority and jurisdiction to interfere with election process of a Managing Committee of Non-Government School and College under the said Probidhan Mala, 2009 as the same is internal affairs of the institution. As such his interference in this regard is beyond the scope of law and such inerferece is illegal and without lawful authority. Under Probidhan Mala, 2009 of the Board of Secondary and Higher Secondary Education, the respondent No.4 have ho jurisdiction to cancel the election schedule declared to be held in 19.02.2011 without assigning any cogent reason simply mentioning the request of the Local Member of Parliament."*

**বদরুজ্জামান খান (এমডি) বনাম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য, ২০ বিএলসি (২০১৫)-৬৫৮** মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

*"Apparently this letter of the MP appears to be innocent. But the result of this letter that it indirectly influenced the Principal and also the Madrasha Board not to make their own judgment for selection of the President of the Governing Body, and ultimately the Madrasha Board nominated the respondent No.6 as recommended by the local MP.*

*Thus the nomination of respondent No.6 as the President is the result of an indirect influence of the local MP and the resultant failure of the Principal and Madrasha Board to comply with the requirement of regulation 5(3) of the Regulations, 2009.*

*The local MP can at best make a recommendation to the Principal of the Madrasha in the consultative process under regulation 5(3). But the Principal is not legally bound to follow that recommendation and he is required to make his own judgment and to prepare a panel of three persons. The power to take the decision lies with the Chairman of the Madrasha Board. Thus the impugned nomination is a clear violation of law."*

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগে Civil Petition for Leave to Appeal No. 2781 of 2015 দায়ের হয়। উক্ত Civil Petition for Leave to Appeal মোকদ্দমাটি বিগত ইংরেজী- ২৮-০৮-২০১৬ তারিখে আপীল বিভাগ শুনানীঅন্তে খারিজ করে আদেশ প্রদান করেন।

*গোলাম কিবরিয়া জব্বার বনাম মোহাম্মদ বদরুজ্জামান খান এবং অন্যান্য, ২৫ বিএলটি (এডি) (২০১৭) ১১৪]* মাননীয় আপিল বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

> *"In view of the above discussions, we find that the impugned judgment does not suffer from any illegality and does not call for any interference.*
>
> *Accordingly, the Civil Petition for Leave to Appeal is dismissed."*

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(১) মোতাবেক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 'জাতীয় সংসদ' এঁর উপর অর্পিত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫(২) মোতাবেক একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনশত সদস্য এবং অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) দফায় বর্ণিত মহিলা সদস্য নিয়ে সংসদ গঠন করতে হবে এবং সদস্যগণকে সংসদ সদস্য হিসেবে অভিহিত করা হবে।

অর্থাৎ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের আইন প্রনয়নের লক্ষ্যে গঠিত 'জাতীয় সংসদ' এর সদস্যগণ হলেন সংসদ সদস্য। অর্থাৎ মূলতঃ জনগনের কল্যানের নিমিত্তে আইন প্রনয়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় সংসদ' সৃষ্টি। অপরদিকে তিনশত নির্বাচিত ও সংরক্ষিত পঞ্চাশ মহিলা সদস্যগণের সমন্বয়ে 'জাতীয় সংসদ' গঠিত। সংবিধান মোতাবেক সংসদ সদস্যগণের মূল কাজ হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

***একজন সংসদ সদস্যকে তার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দিয়ে দেশের মানুষের কল্যানের জন্য উন্নতির জন্য উন্নত জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার জন্য সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হয়। সংসদ সদস্য থেকে স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়। সংসদ সদস্যরা হবেন বিজ্ঞ, জ্ঞানী, সাহসী, সৎ, নির্লোভ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি কখনই তার পদমর্যাদার নীচের কোন পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করবেন না।***

***প্রত্যেক সংসদ সদস্য তার এলাকার কার্যত নির্বাচিত অভিবাবক, তিনি তার এলাকার অভিবাবক হিসেবে সকল গভনিংবডিরও অভিবাবক। তিনি কখনই গভর্নিংবডির সভাপতির পদ পাওয়ার চেষ্টা করবেন না।***

একজন সংসদকে দেশের সকল মানুষের কল্যানের জন্য যেমনিভাবে ভালো ভালো আইন প্রণয়ন করতে হয় তেমনিভাবে তার এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্যও সর্বক্ষনিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখে দায়িত্ব পালন করতে হয়।

*একজন সংসদ সদস্যকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। অপরদিকে গভর্নিং বডির সভাপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা সংসদ সদস্যের নীচের পদমর্যাদার।*

***সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি গভনির্ং বডির সভাপতি হন তাহলে কার্যত উক্ত গভর্নিং বডি একটি একক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বাধ্য। কারণ নির্বাচিত সংসদ সদস্যের উপর কথা বলার সাহস গভনিং বডির কোন সদস্যের থাকেনা এটাই বাস্তব সত্য।***

হাইকোর্ট বিভাগ এবং মাননীয় আপিল বিভাগ এর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশ পর্যালোচনায় এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভনিং বডিতে জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যগণ সভাপতি হিসেবে নিয়োগ/মনোনয়ন সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যের সহিত সাংঘষিক। সর্বজন শ্রদ্বেয় মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ন আইন প্রনয়নে সার্বক্ষনিক নিবেদিত থাকতে হয়। এছাড়া গভনিং বডির সভাপতির পদ মাননীয় সংসদ সদস্যদের মহান পদ এর সাথে একেবারেই বিপরীত। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ তাঁর নির্বাচিত এলাকা সহ সমস্ত দেশের উন্নয়নে নিবেদিত, অপরদিকে গভনিং বডির সভাপতি শুধুমাত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নিবেদিত।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত করা হলো।

আরও আদেশ হয় যে, ৩নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১৬.০৬.২০১৬ তারিখে ইস্যুকৃত পত্রটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে দ্রুত অবহিত করা হোক।

**বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল**

আমি একমত